بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

তাহরীকে জাদীদের ৯১তম বছরে জামা'তের সদস্যদের পক্ষ থেকে পেশ করা আর্থিক কুরবানীর বিভিন্ন ঘটনা এবং ৯২তম বছরের ঘোষণা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৭ নভেম্বর, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয, সূরা ফাতিহা এবং সূরা আল্ বাকারার ২৬২ নং আয়াত পাঠ করে এর অনুবাদ তুলে ধরে সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ১লা নভেম্বর আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে জামা'তের তাহরীকে জাদীদ -এর নতুন আর্থিক বছরের সূচনা হয়। এই উপলক্ষে তাহরীকে জাদীদ-এর নববর্ষের ঘোষণাও করা হয়, এবং যে বিগত বছরটি অতিবাহিত হয়েছে, তার আর্থিক কুরবানির কথাও তুলে ধরা হয়। একইভাবে, আর্থিক কুরবানির গুরুত্ব সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করা হয়।

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১৯৩৪ সালে 'তাহরীকে জাদীদ'-এর সূচনা করেছিলেন। এর কারণ ছিল যে, সে সময় আহরারীরা জামা'তের বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের ফিতনা ও ব্যাপক গোলযোগ সৃষ্টি করেছিল। এমনকি বেহেশতি মাকবরা- যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাজার রয়েছে তারও অবমাননার পরিকল্পনা করেছিল। সে সময় সরকারও যেন বিরোধীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এর প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) একটি তহবিল সংগ্রহের নির্দেশ প্রদান করেন, যেন এর মাধ্যমে ইসলাম–আহ্‌মদীয়াতের বাণী বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেয়া যায় এবং আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যায় আর জামা'তের বিরুদ্ধে ছড়ানো সবধরনের অপপ্রচার খণ্ডন করা যায়। (উদ্দেশ্য ছিল) যেন একদিকে যদি বিরোধিতা থাকে, তবে অন্যদিকে উন্নতি দেখা যায় এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনা প্রসারিত হতে থাকে।

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ অনুগ্রহে আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে, বিশ্বের প্রায় সব দেশেই আহ্‌মদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলামের বার্তা পৌঁছে গেছে। আমাদের মিশনারি ও মুবাল্লিগগণ সেখানে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব

পালন করছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমরা মসজিদ নির্মাণ করেছি, আমাদের স্কুলসমূহ কাজ করছে, হাসপাতালগুলোও সেবায় নিয়োজিত। মুবাল্লিগ ও মুরব্বীগণ মহান দাওয়াত ও খেদমতের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ ও বিতরণের ধারাও অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া কেন্দ্রীয় স্টুডিওর পাশাপাশি এম.টি.এ.-এর স্টুডিওসমূহ বহু দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমনকি রেডিও স্টেশনও চালু আছে। যদিও এই সমস্ত কাজের ব্যয় আংশিকভাবে অন্যান্য চাঁদার মাধ্যমেও পূরণ হয়, তথাপি তাহরীকে জাদীদ এই সব কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আর আহরারীরা যে দাবিটি করেছিল, যে তারা কাদিয়ানকে ধ্বংস করে দেবে, আহ্‌মদীয়াতকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলবে-এমন শত্রুতাপূর্ণ স্লোগান আজও আমাদের বিরোধীরা তুলে থাকে। কিন্তু এসব স্লোগানের জবাব প্রতি বছর জামা'তের অগ্রগতির মাধ্যমেই প্রদান করা হচ্ছে-আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহের মাধ্যমেই সে উত্তর দেওয়া হয়। যারা আজ জামা'তে বায়আত গ্রহণ করে যোগ দিচ্ছে, তারাই সেই উত্তর। আর আজ ২২০টিরও বেশি দেশে আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিস্তার ও উন্নতিই এর চূড়ান্ত জবাব।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, অতএব আল্লাহ্‌তা'লার এই কার্যক্রম ও সহায়তাই প্রমাণ করে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবিটি সত্য ছিল এবং এখনোও তাই। আহ্‌মদীয়াত খোদাতা'লার অনুগ্রহে কোনো মানব রোপিত বা কোনো সংগঠনের প্রতিষ্ঠিত চারাগাছ নয়, কিংবা কোনো সরকারের লাগানো বৃক্ষ নয়; বরং এটি স্বয়ং খোদাতা'লার রোপিত চারাগাছ, যা এখন একটি সুবিশাল ও শক্তিশালী মহীরুহে পরিণত হয়েছে-যার শাখা-প্রশাখা বিশ্বজুড়ে প্রসারিত, এবং খোদাতা'লা এটিকে ক্রমাগত বৃদ্ধি দান করে চলেছেন এবং ফলবান করে তুলছেন। এই ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে এটি অগ্রসর হচ্ছে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) তেলাওয়াতকৃত সূরা আল-বাকারা'র ২৬২ নম্বর আয়াতের আলোকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা ওয়াদা করেছেন যে, তোমরা আমার পথে যা ব্যয় করো তা আমি বিনা প্রতিদানে ছেড়ে দিই না। বরং আমি এই ক্ষমতা রাখি যে, তোমাদের এই কুরবানিকে সাতশত গুণ পর্যন্ত, এমনকি তার চেয়েও বেশি করে দিই। সুতরাং, এই নির্দেশনা দিয়ে খোদাতা'লা মো'মেনদের অন্তরে এই প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন যে, তারা যেন আন্তরিকভাবে নিজেদের হৃদয় উজাড় করে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করতে থাকে, এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যয় করে। এই সেই দায়িত্ব যা বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর উপর ন্যস্ত ছিল, এবং পরে তাঁর জামা'তের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। যারা ত্যাগ ও আর্থিক কুরবানি করে, তারা প্রায়ই তাদের অভিজ্ঞতা লিখে জানায়; অবাক হতে হয় যে, কীভাবে আল্লাহ্‌তা'লা তাদেরকে কুরবানির সুযোগ দিয়েছেন এবং কীভাবে তিনি তাদের ঈমানকে আরও সুদৃঢ় করেছেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) **ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ**-অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক ও ঐতিহাসিক দিক উল্লেখ করেছেন। হুযুর নির্দেশ দেন যে, যারা আর্থিক ত্যাগ করেছেন, তাঁদের উচিত তাঁদের ইবাদতের মানও আরও উন্নত করা। শুধু আর্থিক কুরবানি করেই যেন এই ধারণা না হয় যে, আমরা এখন ইবাদতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়েছি।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন- মহানবী (সা.) এর যুগের সাহাবাদের উদাহরণ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি আমাদের জামা'তের প্রাথমিক যুগের প্রবীণদের জীবনেও দেখা যায় যে তাঁরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার সময় কখনো তাঁদের সম্পদ গণনা করতেন না, বরং অকৃপণভাবে নির্দ্বিধায় খরচ করতেন। হযরত

খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) -ও বহু ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেই এক স্থানে উল্লেখ করেছেন, **যদি আমি অনুমতি দিতাম, তবে তিনি [মওলানা নূরউদ্দীন খলিফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)] নিজেকে সম্পূর্ণভাবে এই পথে বিলিয়ে দিয়ে যেমন তিনি আত্মিকভাবে আমার সঙ্গী ছিলেন, তেমনই দেহগতভাবে ও সর্বদা সহচার্যে থাকার অধিকার আদায় করতেন।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বিশ্বজুড়ে নিষ্ঠাবান আহ্মদীদের তাহরীকে জাদীদ-এর আর্থিক জিহাদের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ত্যাগের প্রসঙ্গে আলবেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, গিনি কোনাকিরি, মালি ও অন্যান্য দেশের মো'মেন সদস্যদের বিভিন্ন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন এবং তাঁদের ওপর নাযিল হওয়া আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও বরকতের কথাও উল্লেখ করেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, তাহরীকে জাদীদ ভারত-এর ইনস্পেক্টর তেলেঙ্গানা রাজ্যের এক ব্যক্তি সম্পর্কে লিখেছেন যিনি হায়দ্রাবাদের একটি এলাকার বাসিন্দা। তাঁর ওয়াদা ছিল সাত হাজার টাকা, কিন্তু চাকরি চলে যাওয়ার কারণে তিনি তা পরিশোধ করতে পারেননি। পরের বছরের জন্য তিনি দশ হাজার টাকার ওয়াদা লেখান। তাঁকে বলা হলো, আপনি তো গত বছরের ওয়াদাই পূরণ করতে পারেননি, এখন ভবিষ্যতের জন্য বাড়িয়ে ওয়াদা করছেন? জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহ্‌তা'লাই এর ব্যবস্থা করবেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, কারণ আমি আল্লাহ্‌র জন্যই দিচ্ছি। ফলস্বরূপ, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি আগের চেয়েও ভালো চাকরি পেয়ে যান এবং তিনি গত দুই বছরের চাঁদা পরিশোধ করেন। এমনকি, নতুন আর্থিক বছরে তিনি তাঁর ওয়াদা সাত হাজারের পরিবর্তে এখন ত্রিশ হাজার টাকা করেন এবং এটিও পরিশোধ করে দেন। এইভাবে আল্লাহ্‌তা'আলা তাঁর শুভ ধারণাকে পুরস্কৃত করেন।

এরপর হুযূর আনোয়ার (আই.) তাহরীকে জাদীদের (৯২তম) নতুন বছরের সূচনার ঘোষণা প্রদান করেন।

তাহরীকে জাদীদের একানব্বইতম (৯১তম) বছরের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার বলেন যে, **আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহে জামা'ত ১৯.৫৫ মিলিয়ন পাউন্ড** (প্রায় ২২৮ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা) **আর্থিক কুরবানি পেশ করার তৌফিক লাভ করেছে**। আল্‌হামদুলিল্লাহ্। যা গত বছরের তুলনায় ১.৫ মিলিয়ন পাউন্ডেরও (প্রায় ১৭ কোটি টাকা) বেশি।

আর্থিক কুরবানীর দিক থেকে জার্মানি প্রথম, যুক্তরাজ্য দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুক্তরাষ্ট্র। এরপর যথাক্রমে কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ এবং ঘানা। এছাড়া মরিশাস ও হল্যান্ডের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। একইভাবে সুইডেন, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ফিলিস্তিন, বাংলাদেশ, বুরকিনা ফাসো, নিউজিল্যান্ড, সিয়েরা লিওন, বেনিন, মালী, নাইজার, তুরস্ক, জর্জিয়া, অস্ট্রেলিয়া সবাই উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে। আফ্রিকার মধ্যে মোট সংগ্রহের দিক থেকে প্রথম পাঁচটি জামা'ত: ঘানা, মরিশাস, নাইজেরিয়া, বুর্কিনা ফাসো এবং তানজানিয়া। তাহরীকে জাদীদ-এর অন্তর্ভুক্ত অংশগ্রহণকারীর মোট সংখ্যা: ১৭ লাখ। এই বছরের প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ষষ্ঠ দপ্তরে (দফতর শশম) নতুন যোগদানকারীর সংখ্যা: ৪৩ হাজার ৫৮৮ জন।

ভারতের দশটি প্রদেশ হল: কেরালা, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, জম্মু ও কাশ্মীর, কর্ণাটক, পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র এবং দিল্লি।

ভারতের জামা'তসমূহ : হায়দ্রাবাদ, কোয়েম্বাটুর, কাদিয়ান, কালিকট, মাইলাপালম, মাঞ্জেরি,

ব্যাঙ্গালোর, কেরং, কলকাতা এবং কারুলাই।

এরপরে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেছেন যে, এটি তাহরীকে জাদীদ-এর প্রথম দপ্তরের (দফতর আউয়াল) বিরানব্বইতম (৯২) বছর হবে, এর পুরনো হিসাবগুলো জারি আছে। দ্বিতীয় দপ্তরের (দফতর দোয়ম) বিরাশিতম (৮২) বছর। তৃতীয় দপ্তরের (দফতর সোয়ম) একষট্টিতম (৬১) বছর। চতুর্থ দপ্তরের (দফতর চাহারম) একচল্লিশতম (৪১) বছর। পঞ্চম দপ্তরের (দফতর পঞ্জম) বাইশতম (২২) বছর। এবং ষষ্ঠ দপ্তরের (দফতর শশম) এখন তৃতীয় বছর শুরু হবে। হুযূর আনোয়ার বলেন, যারা নতুন এসেছেন, তারা ষষ্ঠ দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হবেন।

এরপরে হুযূর আনোয়ার (আই.) আর্থিক কুরবানি সম্পর্কিত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করে এই দোয়া করেছেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা এই আর্থিক কুরবানির কারণে যেন আমাদেরকে ইসলামের বার্তা পৌঁছানোর সুযোগ দান করেন। আল্লাহ্‌তা'লা যেন আমাদের প্রচেষ্টায় অফুরন্ত বরকত দান করেন এবং এর সর্বোত্তম ফল দান করেন। আর আমরা যেন অচিরেই বিশ্বজুড়ে এক খোদার শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকাকে সমুন্নত দেখতে পাই।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

7 November 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in